যুগান্তর

তারিখ ... 9 JUL 2008

পৃষ্ঠা - ... ১

বরিশালের ৩টি সরকারি কলেজে ছাত্র সংসদ নেই

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৪০ লাখ টাকা আদায় করেছে কর্তৃপক্ষ

বরিশাল ব্যুরো

ছাত্র সংসদ কিংবা এর কোন কার্যক্রম না থাকলেও কয়েক বছর ধরে বরিশালের ৩টি সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এই খাতে প্রায় ৪০ লাখ টাকা আদায় করেছে কর্তৃপক্ষ। কবে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হবে সে ব্যাপারে কিছু জানাতে না পারলেও আদায়কৃত টাকা ভবিষ্যতের জন্য গচ্ছিত রাখা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তারা। দক্ষিণাঞ্চলের অক্সফোর্ড খ্যাত সরকারি বিএম কলেজ ছাত্র সংসদের সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০২ সালে। এক বছর মেয়াদি ওই সংসদের সময়কাল শেষ হয়েছে ৫ বছর আগে। গত ৫ বছরে ছাত্র সংসদের নির্বাচন না হলেও প্রতিবছরই সংসদ বাবদ ১২ ও নির্বাচন বাবদ ১৩ টাকাসহ মোট ২৫ টাকা করে আদায় করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। বিএম কলেজে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ হাজার। এক্ষেত্রে ছাত্র সংসদ খাতে শিক্ষার্থীপ্রতি ২৫ টাকা হিসেবে গত ৫ বছরে আদায় হয়েছে ২৫ লাখ টাকা। ছাত্র সংসদের কার্যক্রম বন্ধ এবং বছরের পর বছর ধরে নির্বাচন না হলেও আদায়কৃত টাকা দিয়ে কি করা হচ্ছে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য দেয়নি কলেজ কর্তৃপক্ষ। ক্যাম্পাসের একটি সূত্রে জানা গেছে, ২০০২ সালের নির্বাচিত বাকসুর প্রতিনিধিরা ২০০৬ সাল পর্যন্ত কারণে-অকারণে ছাত্র সংসদ খাত থেকে অর্থ উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছে। বিএম কলেজের মতো সরকারি বরিশাল কলেজ ছাত্র সংসদের মেয়াদও শেষ হয়েছে ৫ বছর আগে। একই প্রক্রিয়ায় এ কলেজের ২২শ' শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৫ বছরে আদায় হয়েছে ২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। মেয়াদোত্তীর্ণ ছাত্র সংসদের নেতারা এখান থেকে বেশকিছু টাকা তুলে আত্মসাত করেছে বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর একেএম মজিবুর রহমান জানান, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী টাকা আদায় হচ্ছে। সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজে ছাত্র সংসদের সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯২ সালে। বেশ কয়েকবার উদ্যোগ নেয়া হলেও শেষ পর্যন্ত নির্বাচন করা যায়নি এখানে। ১৬ বছর ধরে নির্বাচন না হলেও ছাত্র সংসদ খাতে এ সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় হয়েছে ১২ লাখ টাকা। কলেজের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ মাহমুদ হোসেন জানান, "সরকারি নির্দেশে আদায় হওয়া ওই অর্থ নির্দিষ্ট ফান্ডে জমা রাখা হচ্ছে। ৩টি কলেজের একাধিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপকালে প্রায় অভিন্ন মত প্রকাশ করে তারা বলেন, যে সংসদ শিক্ষার্থীদের কোন কাজে আসে না সেই সংসদের জন্য অর্থ আদায় বন্ধ করা উচিত।

যুগান্তর

দীর্ঘদিন ধরে তালাবদ্ধ অবস্থায় বাকসু ভবন